দৈনিক সংবাদ

58

তারিখ ... ... OCT. 01 [illegible]
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূর্যসেন হলে দুই গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে গত বুধবার ছাত্রলীগের দু' গ্রুপের মধ্যে প্রকাশ্যে চাপাতি ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। ঘটনার কিছুক্ষণ পরে উপাচার্যের উপস্থিতিতে হল তল্লাশি করে পুলিশ কোন সন্ত্রাসী বা বহিরাগতকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে একজন দোকানদার ও দু'জন অতিথিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছাত্রলীগের বরিশাল গ্রুপ ও বাগেরহাট গ্রুপের দ্বন্দ্বের জের ধরে রাত ৯টার দিকে বরিশাল গ্রুপের সবুর নামে একজনকে মারধর করে বাগেরহাট গ্রুপের কবির, সলিল, মবিনসহ কয়েকজন। এ ঘটনার পর দু' গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং প্রকাশ্যে চাপাতি হাতে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের কর্মীদের খোঁজাখুঁজি করে। রাত ১০টার দিকে হলের আবাসিক শিক্ষক ডঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম দু' গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা করে দেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রভোস্ট উপাচার্যকে ঘটনা জানান। উপাচার্য পুলিশকে খবর দিলে রাত ২টার দিকে পুলিশ সূর্যসেন হলে যায়। এর আগেই প্রক্টরকে নিয়ে উপাচার্য এ হলে গিয়ে উপস্থিত হন। উপাচার্য পুলিশকে নির্দেশ দিলে পুলিশ কয়েকটি রুম এবং হলের বিভিন্ন জায়গায় বহিরাগত ও সন্ত্রাসীদের তল্লাশি চালায়; কিন্তু কাউকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যাওয়ার পথে মূল চত্বর এলাকা হতে জসীমউদদীন হলের দোকানদার ওয়াহাব এবং অন্য দু'জন অতিথিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। হল সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের দু' গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত। বহিরাগতরাও হলে রয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রক্টর অধ্যাপক ডঃ এ কে এম নূর-উন-নবী জানান, পুলিশ হলে যাওয়ার আগেই 'ওরা' পালিয়েছে। তিনি বলেন, মূল চত্বর এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার জন্য দোকানদারসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, খবর শুনে আমি একা একা হাজির হই পুলিশের আগেই; কিন্তু পুলিশ আসার আগেই বহিরাগতরা পালিয়েছে।